নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৮/১১/২০২১ (পৃঃ ১১)

মুন্সীগঞ্জ : *সিরাজদিখান উপজেলায় আমন ধান কাটছেন কৃষক* -জনকণ্ঠ

মুন্সীগঞ্জে আমন কাটার ধুম

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ সিরাজদিখানে আমন ধান কাটার মহোৎসব চলছে। এবার আমনের বাম্পার ফলনে খুশি কৃষক।

হেমন্তের শিশিরে ভিজে থাকা ধান কাটতে ভোর থেকেই ব্যস্ত সময় পার করে কৃষক। সোনালি ধান কাটা নিয়ে চারদিকে এখন বিশাল কর্মযজ্ঞ। জমিতে ধান কেটে মাড়াই করা হচ্ছে কলে। আর নতুন এই ধান নিয়ে ঘরে ঘরে চলছে এখন নবান্ন উৎসব। বাড়ির উঠানে গানে গানে ধান নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষাণীরা। এখানে ঢেঁকিতে করেই পিঠার গুঁড়ি তৈরি করা হচ্ছে। যেন পিঠা পুলির হিড়িক পড়ে গেছে।

উন্নতমানের বীজ এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে বলে জানান সিরাজদিখান উপজেলার উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, ধানের বাম্পার ফলনে কৃষক দামও ভাল পাচ্ছে। এখানে হেক্টর প্রতি ধানের গড় উৎপাদন হয়েছে প্রায় চার টন। সিরাজদিখান উপজেলায় এ বছর ১৫৬০ হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে।

নওগাঁয় ভাল ফলন

নিজস্ব সংবাদদাতা নওগাঁ থেকে জানান, চলতি মৌসুমে জেলায় আমন ধান কাটা-মাড়াই শুরু হয়েছে। জেলার অবারিত মাঠজুড়ে চোখ জুড়ানো সোনালী ধান। সেই মাঠে মাঠে এখন ধান কাটার ধুম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কাস্তের কচাকচ শব্দ কৃষকের হাঁকডাক আর মজুরের গানের সুমধুর আওয়াজ যেন এক অন্য রকমের আবহ সৃষ্টি করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শামসুল ওয়াদুদ বলেন, এ বছর জেলায় ১ লাখ ৯৭ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে। এসব ধানের উন্নত ফলনশীল জাতের মধ্যে স্বর্ণা, ব্রি-ধান ৫১, ৫২, ৩৪, ৭১, ৭২, ৮০, ৮৭, বীনা ধান-৭, ১৪, ১৭, ২০, রনজিৎ, পাইজাম ও জিরাশাইল উল্লেখযোগ্য। হাইব্রিড জাতের মধ্যে তেজ, ধানীগোল্ড, এ্যারাইজ-৭০০৬ এবং সিনজেন্টা ১২০৩।

ভোলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ভোলা থেকে জানান, রবিবার সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের আয়োজনে চরমনসা সবুজ বাংলা কৃষি খামারে মাঠ দিবস পালন করা হয়। জেলা প্রশাসক তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে টেলি কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক আসাদুল্লাহ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবির, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) এ কে এম মনিরুল আলম প্রমুখ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৮/১১/২০২১ (পৃঃ ০৯)

আমনে কৃষকের হাসি

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় চলতি মৌসুমে রোপা আমনের ভালো ফলন হয়েছে। মাঠে দুলছে কষ্টের ফসল আর কৃষকের মুখে ফুটেছে হাসি। উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বিল দাদুরিয়া ও ধুলপুখুরিয়া গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে রয়েছে আমন খেত। বেশিরভাগ খেতের ধান পাকতে শুরু করেছে। ফলন দেখে একরপ্রতি ৫৫ থেকে ৬০ মণ আমন ধানের উৎপাদন আশা করা হচ্ছে। চাষাবাদে প্রতি একরে খরচ হয়েছে ২৫-৩০ হাজার টাকা। ধুলপুকুরিয়া গ্রামের কৃষক শামীম মোল্লা বলেন, এক একর জমিতে হাইব্রিড ধানের চাষ করেছি। আশা করছি, এবার খরচের দ্বিগুণ লাভ হবে। সাতৈর ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামের কৃষক আকরাম শেখ বলেন, ব্রি-৮৭ জাতের ধান চাষ করেছি। ৩৩ শতক জমিতে প্রায় ২০ মণ ফলন আশা করছি। ধানের বাজার ভালো থাকায় লাভবান হব।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রীতম হোড় বলেন, এ বছর বোয়ালমারীর একটি পৌরসভা ও ১১ ইউনিয়নে ১৩ হাজার ৪৪২ হেক্টর জমিতে আমন আবাদ হয়েছে-যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ৫০০ হেক্টর বেশি। তিনি জানান, এবার উপজেলায় ৪২ হাজার ৪৭৬ মেট্রিকটন আমন উৎপাদন হবে বলে আশা করছি। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত স্বল্পজীবনকালের বিনা-১৬, বিনা-১৭ জাতের ধানগুলো পাকতে শুরু করেছে। হাইব্রিড জাত ছাড়াও উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান-৭৫, ব্রি-৮৭ জাতের বেশিরভাগ ধান কাটা-মাড়াই ৫-৭ দিনের মধ্যে শুরু হবে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মাঠপর্যায়ে ধানের পোকামাকড়ের উপদ্রব কমাতে আলোকফাঁদ স্থাপনসহ কৃষি বিভাগ চাষিদের নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছে।